



আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হতে চান সাকিব আল হাসান



সাকিব আল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

ক্রিকেট ক্যারিয়ার শেষে পুরোপুরি রাজনীতিতে সক্রিয় হতে চান সাকিব আল হাসান। সেই পথচলায় তার পছন্দের দল হিসেবে আওয়ামী লীগকেই দেখছেন তিনি। দল পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা নেই বলে জানিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক সংসদ সদস্য।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও দেশে ফেরার বিষয় তুলে ধরেন তিনি। তার মতে, আওয়ামী লীগের বর্তমান নিষেধাজ্ঞা স্থায়ী নয়, সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে।

দলের প্রতি অনুগত থাকার বিষয়টি তুলে ধরে সাকিব বলেন, ছোট দল হোক বা বড়—যেখানেই খেলেছেন, সেখানেই বিশ্বস্ত ছিলেন। তার ভাষায়, দল বদলানো বা অবস্থান পাল্টানোর অভ্যাস তার নেই।

রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোনো রাজনৈতিক শক্তিকে চিরদিন দমিয়ে রাখা যায় না। রাজনীতি করা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, আর জোর করে দমন করলে তা সাময়িক হতে পারে, কিন্তু এতে দেশের বা রাজনীতির উন্নতি হয় না।

রাজনীতিতে প্রতিহিংসার চক্র নিয়েও কথা বলেন সাকিব। তার মতে, এক পক্ষের ভুলের জবাবে আরেক পক্ষ একই কাজ করলে সংকটের পুনরাবৃত্তি চলতেই থাকবে। এই ধারা ভাঙতে হলে কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতে হবে।

২০২৪ সালের জানুয়ারিতে মাগুরা-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেও সরকার পরিবর্তনের পর তার মেয়াদ দীর্ঘ হয়নি। বর্তমানে দেশের বাইরে থাকলেও তিনি বিশ্বাস করেন, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে মাগুরার মানুষ আবারও তাকে ভোট দেবে। ভবিষ্যৎ নির্বাচনেও অংশ নিতে আগ্রহী ছিলেন, তবে পরিস্থিতি ও দলীয় সিদ্ধান্তে তা সম্ভব হয়নি।

দেশে ফেরার বিষয়ে সাকিব বলেন, তিনি আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। তবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং হয়রানিমুক্ত থাকার নিশ্চয়তা চান। তার বক্তব্য, বিশেষ কোনো সুবিধা নয়—সাধারণ নাগরিক হিসেবে ন্যায্য আচরণ পেলেই দ্রুত দেশে ফিরবেন।